প্রথম আলো

২৭/১০/২০০৫

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রদবদল আসন্ন?

উপাচার্যকে শুধু দৈনন্দিন কাজ করতে সরকারের পরামর্শ

একরামুল হক বুলবুল, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফজলী হোসেনকে দৈনন্দিন কাজ ছাড়া সিন্ডিকেট কিংবা সিনেট সভা না করার জন্য সরকার পরামর্শ দিয়েছে। ফলে আজ শনিবার অনুষ্ঠেয় সিন্ডিকেট সভা স্থগিত ঘোষণা করেছেন উপাচার্য। ধারণা করা হচ্ছে, ফজলী হোসেনকে দায়িত্ব থেকে অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এক ফ্যাক্স বার্তার মাধ্যমে সিন্ডিকেটসহ গুরুত্বপূর্ণ সভা না করতে উপাচার্যকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে সিন্ডিকেট সদস্য ড. আ ন ম মুনির আহমদ স্বীকার করেছেন। তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের ফ্যাক্সবার্তা পাওয়ার পর উপাচার্য শিক্ষা সচিবের সঙ্গে ফোনে আলাপ করেছেন। এ ব্যাপারে উপাচার্যের বক্তব্য জানার জন্য

... কলাম ১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

গতকাল বিকেলে তার বাসায় যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব শিগগিরই উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য পদে রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার মাত্র কয়েক মাস আগে অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফকে দুবছরের জন্য উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগ দেয়। তার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ২০০৩ সালের ১০ জুলাই। আর উপাচার্যের মেয়াদ চার বছর হলেও পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অধ্যাপক ফজলী হোসেনকে দায়িত্ব পালনের জন্য বলে দেয় বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। এ বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি উপাচার্যের দায়িত্ব নেন।

এদিকে নতুন উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য হওয়ার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপক্ষে আটজন শিক্ষক তদবির শুরু করে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য হওয়ার জন্য যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য ড. এম বদিউল আলম, ড. ইউসুফ শরীফ আহমদ খান, ড. মাহবুব উল্লাহ (অর্থনীতি), ড. আ ন ম মুনির আহমদ, ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী, ড. মুহাম্মদ শামসুদ্দীন, এ কে এম নুরুদ্দীন চৌধুরী ও ড. মাহবুব উল্লাহ (সমাজতত্ত্ব)।